৭৩

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 06 DEC 1992
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

২

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

এসএসসি পরীক্ষা-পদ্ধতি

শিক্ষা ধ্বংসের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা?

অধ্যাপক আবদুল গফুর

বাংলাদেশের সুখী-সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ যাদের দু'চোখের কাঁটা, তারা যে যথেষ্ট সক্রিয় তার আলামত * চারদিকেই এখন সুস্পষ্ট। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা থাবা বিস্তার করেছে অনেক আগে থেকেই। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে থাবা বিস্তারের পাশাপাশি চলছে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাদের থাবা বিস্তারের প্রক্রিয়া। বেতার ও টিভি সম্প্রচার মাধ্যম ছাড়াও ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে আগ্রাসী থাবা বিস্তারের পাশাপাশি বৈধ ও অবৈধ পথে বই আসছে বন্যার স্রোতের মত। যা আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীসহ সাধারণ পাঠকসমাজের কানে ঢালছে। বিজাতীয় সংস্কৃতির বিষ, শিখাচ্ছে এমন ঐতিহ্য, আর ইতিহাস যা শিক্ষা দেয় আমাদের জাতির জনকের নাম মহাত্মাগান্ধী, প্রধানমন্ত্রীর নাম রাজীব গান্ধী বা ঐরকম আর কেউ। কিন্তু যে মহলটি এই সব চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত, তারা এতেও সন্তুষ্ট নয়, তারা মনে হয়, এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে এখন ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের উচ্চতর পর্যায়ের বিদ্যাপীঠগুলোতে রিমোটকন্ট্রোলের মাধ্যমে অশান্তি আর সন্ত্রাসের বীজ বপন করা হয়েছিল অনেক আগেই। তার "কাংখিত ফল" ফলেছে যথারীতি। বাংলাদেশের এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ নেই যেখানে সন্ত্রাস চলে না। উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ ছুতায় সে ছুতায় যখনতখন সন্ত্রাস ও হানাহানি চলার ফলে উচ্চ শিক্ষা লাভেচ্ছু ছাত্ররা শতে-সহস্রে পাড়ি জমাচ্ছে বিদেশে। ফলে আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনসমূহে সন্ত্রাসের প্রসার সাধনের সাথে সাথে প্রতিবেশী দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষালয়ে বাংলাদেশী ছাত্রদের ভিড় বেড়ে যাচ্ছে। এমনিভাবেই জাতির ভাবী পরিচালকদের মগজধোলাইয়ের একটা সুব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে সবার নাকেরডগায়ই। সেদিন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, বৈধ-অবৈধ পথে বিদেশী বই আগমনের ব্যাপারে সরকারের নাকি কিছু করার নেই। আমরা জানি না শিক্ষা ক্ষেত্রের নৈরাজ্য সম্বন্ধেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এ ধরনের কিছু মন্তব্য করবেন কি-না। কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সন্ত্রাসের ব্যাপারে জনগণের উদ্বেগের প্রতিবাদে ভারতমুখী এক বাবু অধ্যাপক বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস চলে, এ ধরনের অপবাদ দেয়া ঠিক নয়। অধ্যাপক বাবুর বক্তব্য শুনে মনে পড়েছিল সেই কুপথ্য সেবী কিশোর রোগীর বিমাতার কথা যে কুপথ্য খাওয়াতে কিশোরের নিজের মা বাধা দেয়াতে দরদে বিগলিত হয়ে তার দাবী অনুযায়ী কিশোরকে কুপথ্য খাইয়ে তার মৃত্যু ডেকে এনেছিল। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বর্তমানে এইসব মেকী দরদীদের হাতে পনবন্দী হয়ে আছে। উচ্চ শিক্ষার বারটা বাজাবার পর এখন এই কুচক্রীদের বিষনজর পড়েছে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর। আমাদের দেশে উচ্চতর স্তরে প্রবেশের দ্বার হিসাবে প্রথমিক ফাইন্যাল পরীক্ষার গুরুত্ব অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। এখন কার্যতঃ এসএসসি পরীক্ষাই সরকার স্বীকৃত প্রথম স্ট্যান্ডার্ড ফাইন্যাল পরীক্ষা হিসাবে বিবেচিত। গত দু'তিন বছর ধরে এই এসএসসি পরীক্ষাকেও কার্যতঃ একটা ফালতু ব্যাপারে পরিণত করা হয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার নামে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের মধ্য থেকে প্রশ্ন করার বাধ্যবাধকতা, তাও আবার যেখানে বিষয়বস্তু না বুঝে শুধু 'টিক' চিহ্ন দিলেই চলে, তাতে নকল বন্ধের নামে নকলের ধান্ধার অনুপ্রবেশের পাকা বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এখন বিষয়বস্তু বুঝবার বদলে প্রশ্নমালার কোনটিতে হ্যাঁবোধক 'টিক' আর কোনটিতে নাবোধক 'ক্রশ' চিহ্ন দিতে হবে, এটুকু মনে রাখতে পারলেই চলবে। আর ছাত্রদের একবার সহজিয়া এ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত করার পর তাদের মন স্বাভাবিকভাবে অন্য পদ্ধতিতে নেয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া পরীক্ষা পদ্ধতির প্রশ্নে প্রতি বছরই ছোট ছোট ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে দেয়ার ব্যবস্থাও ঠিকই চলছে। কিন্তু এ ব্যাপারে মেকী দরদী সেজে যে-সব রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী এদের রাস্তায় নামান, তাদের ছেলে-মেয়েদের তারা কিন্তু বিদেশে বা দেশে বিশেষ ধরনের স্কুলে শিক্ষা দিয়ে যথাসম্ভব 'বিদ্যান' করে তুলতেই সেটা করেন। এর ফল কী দাঁড়াচ্ছে? ভাগ্যবান নেতা-নেত্রীদের সন্তানরা দেশের বিশেষ স্কুলে বা বিদেশে ঠিকঠাক শিক্ষা লাভ করে আগামী দিনের নেতৃত্বের জন্য নিজেদের গড়ে তুললেও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা একটা 'অর্ধ-মূর্খ জেনারেশন' হিসাবেই নিজেদের গড়ে তুলতে বাধ্য হচ্ছে।

এই ন্যাক্কারজনক পরীক্ষা পদ্ধতির কুফল ইতিমধ্যেই দেখা গেছে। পরীক্ষার রেজাল্টে ফার্স্ট ডিভিশন, লেটার এবং স্টার-এর ছড়াছড়ি। অথচ এই সব লেটার বা স্টারধারীরা উচ্চতর ক্লাসে ভর্তির জন্য কখনই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে গেছে, সেখানে আসল বিদ্যা জাহির হয়ে পড়াতে দলে দলে প্রত্যাখ্যাত হওয়াই হচ্ছে তাদের নিয়তি। এর চাইতে বিড়ম্বনার বিষয় আর কী হতে পারে?

১৯৭২ সালে পরীক্ষা ক্ষেত্রে 'উদার' নীতি অবলম্বনের ফলে বিদেশে বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রের সার্টিফিকেট এবং ডিগ্রীর মর্যাদায় একবার যেমন ধস নেমেছিল, যার ধাক্কা জাতি আজও পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেনি, এসএসসি পরীক্ষায় বিশেষ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটিরও দশা বর্তমানে তাই হতে চলেছে।

আমরা আগেই বলেছি, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এসএসসি পরীক্ষাই প্রথম স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষা। এই পরীক্ষার উপর আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থার ভিত দাঁড়িয়ে আছে, একথা বললে বোধকরি এতটুকু বাড়িয়ে বলা হবে না। এমতাবস্থায় এই পরীক্ষাটিকে খেলো করে তুলবার অর্থ হবে আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ায় কুড়াল মারা। আমরা বলি না, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পদ্ধতি একেবারে মূল্যহীন। কিন্তু যেভাবে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের নামে গোটা এসএসসি পরীক্ষাকে ফালতু, খেলো করে তোলা হয়েছে, তার সংশোধনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যারা বর্তমান পদ্ধতির পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য দায়ী তারা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে দেশের এমন এক ক্ষতি সাধন করেছেন যার ধাক্কা সামলাতে জাতিকে বেগ পেতে হবে।

আমরা শুনে খুশি হয়েছি, সরকার এ ব্যাপারে শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিদের মতামত যাচাইয়ের একটা সিদ্ধান্ত করেছেন। বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যারা কামনা করেন, যারা আন্তরিকভাবে চান, আমাদের সোনার টুকরা ছেলে-মেয়েদের আগামী দিনে শুধু বাংলাদেশেরই নয়, বিশ্ব নেতৃত্বে অংশগ্রহণেরও উপযুক্ত করে তুলতে হবে তাদের সুপরামর্শে এ সম্পর্কে একটি বাস্তব গ্রহণযোগ্য ও কল্যাণকর সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে। দেশ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাজ্যের কবল থেকে নিশ্চিতভাবে মুক্তি লাভ করবে। তবে কোন দুর্বোধ্য অজ্ঞাত কারণে যদি তা সম্ভব না হয়, তা হলে বুঝতে হবে। দেশ এক সুদূরপ্রসারী ধ্বংস চক্রের কবলে পতিত।